কাটাতে শুরু করেছে মেহেরপুরের তেল সংকট

মেহেরপুরে সাম্প্রতিক তেল সংকট কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা। দীর্ঘ লাইনের ভোগান্তি, তেলের সংকট ও অনিশ্চয়তার পর এখন পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

জেলার বিভিন্ন ডিলার পয়েন্ট ও ফিলিং স্টেশনগুলোতে নিয়মিতভাবে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেও যেখানে তেল নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। পাম্পগুলোতে ভিড় কমে গেছে; কোথাও কোথাও গ্রাহক খুঁজে তেল বিক্রি করতে হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম জানান, প্রশাসনের কঠোর নজরদারি, সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বাজার পরিস্থিতির উন্নতির ফলে এ ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, “বর্তমানে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। ভোগান্তি কমাতে আমরা নিয়মিত মনিটরিং করছি এবং বাজার স্থিতিশীল রাখতে কাজ করে যাচ্ছি।”

ট্যাগ অফিসার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এখনো মাঠে সক্রিয় থাকলেও আগের মতো চাপ নেই। তাদের উপস্থিতি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এদিকে, সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষকদের ডিজেলের চাহিদা কিছুটা কমেছে, যা বাজারে চাপ কমাতে ভূমিকা রেখেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে।

মেহেরপুরে তেল সংকট, সীমিত

পরিমাণে বিক্রি

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাব মেহেরপুরের তেল পাম্পগুলোতেও পড়েছে। জ্বালানি তেলের সম্ভাব্য সংকটের আশঙ্কায় সাধারণ ক্রেতারা অতিরিক্ত তেল কেনার চেষ্টা করায় জেলার বিভিন্ন পাম্পে চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেছে। ফলে চাহিদার তুলনায় বেশি বিক্রি হওয়ায় হিমশিম খাচ্ছে পাম্প মালিকরা।

দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রেতারা সর্বোচ্চ ১০০ থেকে ৩০০ টাকার তেল নিতে পারছেন। তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে কেউ কেউ তেল পেলেও অনেকেই না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

শনিবার বেলা ১২টার তথ্য অনুযায়ী, শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত মেসার্স মেহেরপুর ফিলিং স্টেশনে তেল বিক্রি বন্ধ রয়েছে। বামনপাড়ায় অবস্থিত মা ফিলিং স্টেশনে পেট্রোল বিক্রি বন্ধ থাকলেও সর্বোচ্চ ২০০ টাকা পর্যন্ত অকটেন দেওয়া হচ্ছে। কাথুলী রোডের মেসার্স জেড কে ফিলিং স্টেশনে সর্বোচ্চ ১০০ টাকার পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে। আর পুলিশ লাইন রোডের নূর ফিলিং স্টেশনে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকার পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে সরকার রবিবার থেকে রেশনিং পদ্ধতিতে তেল বিক্রির সীমা নির্ধারণ করেছে বলে জানা গেছে। এতে করে কেউ অতিরিক্ত তেল কিনে মজুদ করতে পারবেন না বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।